[২০১৮] ১২ এস. সি. আর. ২৪৪

ফেরানি হোটেলস পিভিটি লিমিটেড

বনাম

রাজ্য তথ্য কমিশনার গ্রেটার মুম্বাই এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯০৬৪-৯০৬৫)

সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৮

[কুরিয়ান জোসেফ এবং সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতিদ্বয়]

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫ – ধারা ৬(১), ৮(১)(ঘ), ৮(১)(জে) এবং ৯ – কোনো প্রকল্পের ডেভেলপার কর্তৃক সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যের প্রকাশ – উত্তরদাতা নং ৩ (রেসপন্ডেন্ট নং ৩) এবং আপীলকারী (অ্যাপেল্যান্ট) এর মধ্যে একটি সম্পত্তি উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। উত্তরদাতা নং ৩ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৬(১) এর অধীনে জন তথ্য আধিকারিক এর কাছে আবেদন করেন এবং আপীলকারী দ্বারা জমা দেওয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য জানতে চান। জন তথ্য আধিকারিক তথ্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা দায়ের করা আপিলের আংশিক অনুমতি দেন এবং পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের তথ্য প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। তবে, উত্তরদাতা নং ৩ দ্বিতীয় আপিলে সফল হন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন এবং সেটি খারিজ হয়ে যায়। আপিলের উপর রায়: এখানে কোনো 'ব্যক্তিগত তথ্য' ছিল না যার প্রকাশ চাওয়া হয়েছিল। এটা বলা যাবে না যে, চাওয়া তথ্যের সঙ্গে জন কার্যকলাপ বা স্বার্থের কোনো সম্পর্ক ছিল না, অথবা তা অযৌক্তিক ছিল, অথবা গোপনীয়তার লঙ্ঘন হয়েছিল। আরইআরএ-এর ধারা ১১-এর উপধারা (৩) অনুসারে, ডেভেলপারকে বাধ্যতামূলকভাবে অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত অনুমোদন পরিকল্পনা/লেআউট পরিকল্পনাগুলি নির্দিষ্টকরণের সাথে সাইটে বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা তৈরি বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। উত্তরদাতা নং ৩ প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির প্রশাসক ছিলেন এবং এটি ফ্ল্যাট ক্রেতা সহ অন্য কারো তুলনায় তার অধিকার হ্রাস করেনি। আপীলকারীর উপর ২.৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। রিয়েল এস্টেট (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ২০১৬ – ধারা ১১(৩) কপিরাইট আইন, ১৯৫৭ – ধারা ৫২(১)(চ) এবং ২২ ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ – ধারা ৭৪

আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশ: ১. রিয়েল এস্টেট (রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) আইন, ২০১৬-এর ধারা ১১-এ প্রবর্তকদের কাজ ও কর্তব্যের বিধান রয়েছে। আরইআরএ-র ধারা ১১ (১)-এর অধীনে দায়িত্বগুলি আরও বিস্তৃত। প্রবর্তককে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে তার ওয়েব পেজ তৈরি করতে হবে এবং ধারা ৪-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে প্রদত্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমস্ত বিবরণ জনসাধারণের দেখার জন্য প্রদান করতে হবে। প্রবর্তককে আরইআরএ-র ধারা ১১-এর উপ-ধারা (৩)-এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদিত পরিকল্পনা, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্টকরণ সহ বিন্যাস পরিকল্পনা সম্পর্কে বরাদ্দকারীর কাছে তথ্য উপলব্ধ করতে হবে।

২. জমি উন্নয়ন এবং পোশাক কেনার ভাগ্য জনসাধারণের জ্ঞান এবং বিতর্কের বিষয়। যে কোনও বিচার বিভাগীয় রায়কে অবশ্যই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রকাশের পক্ষে বিবেচনা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ডঃ মাথান এবং অন্যান্যরা বনাম চেন্নাই এবং অন্যান্যরা কর্পোরেশনে মতামত দিয়েছে যে যদিও চেন্নাই মেট্রোপলিটন, ডেভেলপমেন্ট অথরিটি পরিকল্পনাগুলি সাইটে প্রদর্শন করা এবং ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করানো বাধ্যতামূলক করেছে, একই নীতি অন্যান্য সমস্ত অনুমোদিত পরিকল্পনার জন্য কর্পোরেশনের কাছে প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং এইভাবে, কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে এবং স্পষ্ট দৃশ্যমানতার সাথে পরিকল্পনাগুলি প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এটি আরইআরএ কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে ছিল।

৩. উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, এমনকি জনস্বার্থ পরীক্ষার মাধ্যমেও, এটি খুব কমই বলা যেতে পারে যে সকলের কাছে এবং প্রত্যেকের কাছে উন্নয়ন পরিকল্পনার তথ্য সম্পূর্ণ প্রকাশের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না। যদি কেউ উক্ত আইনের ৮ ধারার বিধান এবং যে ধারাগুলির অধীনে ব্যতিক্রম চাওয়া হয় তার দিকে ফিরে যায়, তবে ধারা (ঘ) বাণিজ্যিক আস্থা, বাণিজ্য গোপনীয়তা বা বৌদ্ধিক সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে কাজ করে, যার তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের ক্ষতি করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত**,** উল্লিখিত আইনের ধারা ২(ঢ) অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষ বলতে বোঝায় এমন একজন ব্যক্তি যিনি নাগরিক নন এবং জন কর্তৃপক্ষের কাছে

তথ্যের জন্য অনুরোধ করেছেন। উক্ত আইনের ১১ ধারার অধীনে, তৃতীয় পক্ষের শুনানির এবং জন-এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অধিকার রয়েছে। পরিকল্পনাগুলির প্রকাশ, যা বাতিল হওয়া আইন বা আরইআরএ-এর অধীনে সর্বজনীন ডোমেনে থাকার কথা, সেগুলিকে বাণিজ্যিক গোপনীয়তা বা ট্রেড সিক্রেট বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এই শব্দগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একইভাবে, যতদূর মেধা সম্পত্তির প্রশ্ন, পরিকল্পনার প্রস্তুতি এবং এর নকশাগুলি একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে কপিরাইটের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু সেই কাজের প্রকাশ একটি লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হবে না। প্রকৃতপক্ষে, কপিরাইট আইন, ১৯৫৭ এর ধারা ৫২(১)(চ) বিশেষভাবে বিধান করে যে, যদি কোনো কাজ বর্তমান আইন অনুযায়ী তৈরি বা সরবরাহকৃত একটি প্রত্যয়িত কপিতে পুনরুত্পাদন করা হয়, তবে এমন কোনো লঙ্ঘন হবে না। এটাই ঠিক যা উত্তরদাতা নং ৩ চাইছে – অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং তার পরিবর্তনগুলির প্রত্যয়িত অনুলিপি, জন কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ কর্পোরেশন থেকে। এছাড়াও, উল্লিখিত আইনের ধারা ২২ একটি ওভাররাইডিং প্রভাবের জন্য একটি তবুও ধারা প্রদান করে যা অন্য কোনো আইনের সাথে কোনো অসঙ্গতি থাকলে প্রযোজ্য হবে। উপরোক্ত বিধানটির অর্থ এই নয় যে, কপিরাইট আইন, ১৯৫৭ এর অধীনে অনুমোদিত একটি প্রকাশ উক্ত আইনের বিধানগুলির অধীনে বাতিল হয়ে যায়, বরং, যদি অন্য কোনো আইনের অধীনে কোনো প্রকাশ নির্ধারিত হয়, তবে উক্ত আইনের বিধানগুলির একটি ওভাররাইডিং প্রভাব থাকবে।

৪। একইভাবে, উল্লিখিত আইনের ৮(১) ধারার (ঞ) উপধারাটি আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে কোনো 'ব্যক্তিগত তথ্য' প্রকাশ করার কথা বলা হয়নি। উপরন্তু, এটি জন কার্যকলাপ বা স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন, বা অযৌক্তিক, কিংবা গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে—এমনটিও বলা যায় না। এই নথিগুলি জন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা হয়েছে এবং মহারাষ্ট্র ওনারশিপ ফ্ল্যাটস (নির্মাণ, বিক্রয়, ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর প্রচারের নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৬৩ এবং আরইআরএ-এর বিধান অনুসারে এগুলি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক। এর সাথে নির্মাতাদের সবার কাছে জবাবদিহি করার একটি জনস্বার্থ জড়িত। উত্তরদাতা নং ৩ প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির প্রশাসক, যা ফ্ল্যাট ক্রেতা সহ অন্য কারও তুলনায় তার অধিকারকে অবশ্যই কমিয়ে আনবে না।

৫. আরইআরএ-র বিধান এবং তাদের উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে, বিকাশকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে অনুমোদনের পরিকল্পনাটি সাইটে প্রদর্শন করতে হবে। আরইআরএ-র ধারা ১১-এর উপ-ধারা (৩)-এর বিধানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্টকরণ সহ অনুমোদনের পরিকল্পনা/বিন্যাস পরিকল্পনাগুলি সাইটে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট করা অন্যান্য জায়গায় প্রদর্শিত করা প্রয়োজন। ব্যাপক লঙ্ঘনের বাস্তবতা এবং তার পরিণতির কথা মাথায় রেখে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত অন্য কোনও পদ্ধতি ছাড়াও সাইটে এই জাতীয় অনুমোদন পরিকল্পনা/বিন্যাস পরিকল্পনা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ জারি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আরইআরএ-র প্রয়োগের অংশ হিসাবে এই দিকটি যথাযথ প্রচার করা উচিত।

নুসলি নেভিল ওয়াদিয়া বনাম ফেরানি হোটেলস (প্রাইভেট) ঢাকনা এবং অন্যান্য (বম্বে হাইকোর্টের সিএ নং ৩৩৯৬/২০১৫-এ সিদ্ধান্ত তারিখ ০৮.০৪.২০১৫); থালাপলম সার্ভিস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও অন্যান্য বনাম কেরালা রাজ্য ও অন্যান্য (২০১৩) ১৬ এসসিসি ৮২: [২০১৩] ১৪ এসসিআর ৪৭৫; ডঃ ষষ্ঠ মাথান ও অন্যান্য বনাম চেন্নাই কর্পোরেশন ও অন্যান্য (মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডব্লিউপি নং ৪০৫৭/২০১৬-এ সিদ্ধান্ত তারিখ ২২.০৩.২০১৬); রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিড বনাম গুজরাট রাজ্য তথ্য কমিশন ও অন্যান্যরা এআইআর ২০০৭ গুজরাট ২০৩-উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গঃ</u>

[২০১৩] ১৪এস সিআর ৪৭৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৩
এআইআর ২০০৭ গুজরাট ২০৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ২৮

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ৯০৬৪-৯০৬৫ নম্বর দেওয়ানি আপিল।

যথাক্রমে ২০১৫ সালের রিট পিটিশন (এল) নং১৮০৬ এবং ২০১৫ সালের রিট পিটিশন নং৭৮৯-এ বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ৩০.১০.২০১৫ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

ডঃ এ. এম. সিংভি, গোপাল জৈন, প্রবীণ আইনজীবী, অভিমন্যু ভাণ্ডারি, বিবেক ভাসি, মিসেস রুহিনা দুয়া, সুশ্রী আলিয়া খান, নবীন কুমার, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

গৌরব ব্যানার্জি, প্রবীণ আইনজীবী, রোহন কেলকার, সুশ্রী নন্দিনী গোর, শ্রীমতী তাহিরা করঞ্জাওয়ালা, সুশ্রী নাতাশা এস., সুশ্রী মিস খুশবু বারি, অর্জুন শর্মা, মনদীপ কালরা, যশবীর সিং, শ্রীমতী মানিক করঞ্জাওয়ালা (এম/এস করঞ্জাওয়ালা অ্যান্ড কোম্পানির জন্য), মিসেস সুচিত্রা অতুল চিতালে, গুরজ্যোত শেঠি, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেছিলেন

সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতি ১. বর্তমান আপিলটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫ (এরপরে 'উক্ত আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে প্রকাশের বিষয়টি উত্থাপন করে, একটি প্রকল্পের বিকাশকারীর দ্বারা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য চেয়েছে।

২. প্রয়াত শ্রী ই. এফ. দিনশ মালাদ (পশ্চিম), মুম্বাইয়ে তিনটি প্লটের মালিক ছিলেন এবং শ্রী নুসলি নেভিল ওয়াদিয়া/উত্তরদাতা নং ৩ হলেন এস্টেটের একমাত্র প্রশাসক এবং প্রয়াত শ্রী ই. এফ. দিনশ-এর প্রভাব। উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রশাসক হিসাবে উত্তরদাতা নং ৩-এর কার্যকারিতা নিয়ে মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তবে এটি সন্দেহের বিষয় নয় যে বর্তমানে, একমাত্র প্রশাসক হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও বাধা নেই। ২ তারিখের একটি উন্নয়ন চুক্তি। উক্ত তিনটি প্লটের উপর উন্নয়ন চালানোর জন্য আন্তঃসরকারি উত্তরদাতা নং ৩ এবং ফেরানি হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড/আপিলকারীকে কার্যকর করা হয়েছিল। এই চুক্তির সাথে উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা কার্যকর করা একটি অপরিবর্তনীয় পাওয়ার অ্যাটর্নি যুক্ত ছিল, তবে ২০০৮ সালে পক্ষগুলির মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা দিয়েছে।

৩. বিরোধের উদ্ভবের ফলস্বরূপ, উত্তরদাতা নং ৩, মক্তারনামা এবং ১২.৫.২০০৮-এর উন্নয়ন চুক্তির অবসান ঘটিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরের দিনই, মামলা নং ৩ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল। ১৬২৮/২০০৮ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল যে অ্যাটমি এবং উন্নয়ন চুক্তির উক্ত ক্ষমতা বৈধভাবে বাতিল করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ, মামলাটির বিবেচনা মুলতুবি, আরও নির্মাণ ও ধ্বংসের জন্যও অনুরোধ করা হয়েছিল।

৪। অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ মঞ্জুরের প্রশ্নেরও একটি পরিবর্তনশীল ইতিহাস রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণটি মূলত বোম্বে হাইকোর্টের মনোনীত একক বিচারক দ্বারা ১৯.৭.২০১০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয়েছিল, যা মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন উত্তরদাতা নং ৩-এর অনুমোদন ব্যতীত কোনও নির্মিত প্রাঙ্গনের দখলে কোনও পক্ষকে রাখার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সীমাবদ্ধ করার পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই আদেশটি ডিভিশন বেঞ্চের সামনে উত্থাপিত হয়েছিল,

যা প্রাথমিকভাবে ২৬.৭.২০১০-এর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ স্থগিত করে এবং অবশেষে ১৯.৭.২০১২-এর উপর এটি খালি করে দেয়, অভিযুক্ত একক বিচারককে প্রথমে এই বিষয়টি বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়ে যে মামলাটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয়েছে কিনা। ডিভিশন বেঞ্চের এই আদেশটি নাসলি নেভিল ওয়াদিয়া বনামফেরানি হোটেলস (প্রা. লি.) ও অন্যান্যরা[১] নামক মামলায় এই আদালতে বিরোধ করা হয়েছিল। এখানে উত্থাপিত আইনি বিষয়টি ছিল দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (যা এরপর 'উক্ত বিধি' হিসাবে উল্লিখিত হবে) এর মহারাষ্ট্র সংশোধনী সংক্রান্ত, যেখানে ৯ক ধারাটি সন্নিবেশিত হয়েছিল। উক্ত বিধির ৯ ধারা দেওয়ানি প্রকৃতির মামলাগুলির বিচার বাধ্যতামূলক করে, তবে যে মামলাগুলির বিচার স্পষ্টভাবে বা নিহিতভাবে নিষিদ্ধ, সেগুলো বাদে। ৯ক ধারার বিধান অনুযায়ী, উক্ত বিধি বা অন্য কোনো আইন যা বর্তমানে বলবৎ আছে তাতে যাই থাকুক না কেন, যদি আদালতের এখতিয়ার নিয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তবে আদালতকে অন্তর্বর্তী আদেশ মঞ্জুর করা বা বাতিল করার প্রশ্নে এগিয়ে যাওয়ার আগে এটিকে একটি প্রাথমিক বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিধানের ব্যাখ্যাই এই আদালতে দায়ের করা বিশেষ অনুমতি আপিল মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, যা ডিভিশন বেঞ্চের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। ৮.৪.২০১৫ তারিখের আদেশ অনুযায়ী, এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, মহারাষ্ট্র সংশোধনী হিসাবে প্রবর্তিত ৯ক ধারাটি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির।

৫। উপরোক্ত কার্যধারা বর্তমান মামলার জন্য শুধুমাত্র সীমিত উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক, কারণ আমরা এখানে কেবলমাত্র উক্ত আইনের বিধানগুলির অধীনে একটি আবেদনের সাথে সম্পর্কিত। বিজ্ঞ একক বিচারকের কাছে দায়ের করা অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের আবেদনে, করা অনুরোধগুলির মধ্যে একটি ছিল নথির একটি সেট প্রকাশের জন্য, যা উত্তরদাতা নং ৩-এর কৌঁসুলি দ্বারা ২৯.৩.২০১২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে চাওয়া হয়েছিল, যা আপিলকারীর কৌঁসুলি প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন। যাইহোক, বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে, বা ডিভিশন বেঞ্চের সামনে, এই দিকটি মোটেও আলোচনা করা হয়নি, যদিও এই ত্রাণটি সর্বত্র দাবি করা হয়েছিল। পরিবর্তে, মহারাষ্ট্র সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত ধারা ৯ক-এর বিধানগুলির বিষয়ে রায় দেওয়া, আবেদনের সাথে যোগ করা, আমরা এখানে শিখেছি যে, এই আইনের অধীনে কী তথ্য চাওয়া হয়েছে তার কোনও বিষয় নেই।

৬. এবার আমরা সরাসরি বিতর্কের দিকে নজর দিতে পারি, যা বৃহত্তর মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল আদেশের তারিখ ৮৪.২০১৫ ২০১৫ সালের সি এ নং ৩৩৯৬

গ্রেটার মুম্বাই পৌর কর্পোরেশনের পাবলিক ইনফরমেশন অফিসারের (সংক্ষেপে * পিআইও) সামনে উক্ত আইনের ধারা ৬ (১) ১০.১২.২০১২ তারিখের আবেদনের মাধ্যমে, প্রাসঙ্গিক প্লট সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্য চাওয়া হয়েছিলঃ

"(ক) জমা দেওয়া সমস্ত পিআর বিধির সংশোধিত অনুলিপি।

(খ) ফেরানি হোটেলস লিমিটেড এবং/অথবা এর কোনও বিভাগ এবং/অথবা এর স্থপতি দ্বারা সময়ে সময়ে জমা দেওয়া সমস্ত পরিকল্পনা এবং সংশোধনীর প্রত্যয়িত অনুলিপি।

(গ) ফেরানি হোটেলস লিমিটেড এবং এর কোনও বিভাগ এবং/অথবা এর স্থপতি দ্বারা সময়ে সময়ে জমা দেওয়া সমস্ত বিন্যাস, উপ-বিভাগ পরিকল্পনা এবং 'সংশোধন'-[২]এর প্রত্যয়িত অনুলিপি।

(ঘ) ফেরানি হোটেলস লিমিটেড এবং/অথবা এর কোনও বিভাগ এবং/অথবা এর স্থপতি দ্বারা সময়ে সময়ে জমা দেওয়া সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং এর কোনও সংশোধনী

(ঙ) পৌর কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া সমস্ত প্রতিবেদনের প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং তার অনুমোদন।

৭। আপিলকারীর আইনজীবীরা অবশ্য উক্ত আইনের ধারা ১(১) অনুসারে তথ্য প্রকাশের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেনঃ

(ক) যে এটি কোনও সামাজিক বা জনস্বার্থ সাধন করেনি, কিন্তু বোম্বে হাইকোর্টের সামনে দায়ের করা মামলায় ৩ নং উত্তরদাতার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ছিল

(খ) যে মামলার কার্যধারায় চাওয়া তথ্য বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়নি, এবং উক্ত ফলাফলের বিরুদ্ধে একটি আপিল এই আদালতে বিচারাধীন ছিল, যার ফলে চাওয়া তথ্যটি বিচারাধীন হয়ে পড়ে।

(গ) সেই উত্তরদাতা নং ৩ ব্যবসায় একজন প্রতিযোগী ছিলেন এবং এইভাবে, প্রকাশ আবেদনকারীর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের পাশাপাশি তাদের মূল্যবান বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকারের ক্ষতি ও ক্ষতি ঘটাবে। যে তথ্য চাওয়া হয়েছিল তাতে 'বাণিজ্যিক ও বাণিজ্যিক গোপনীয়তা' জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা প্রকাশ করা আবেদনকারীর স্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক হবে।

(ঘ) আবেদনকারীর স্থপতি জানিয়েছিলেন যে পরিকল্পনা, ব্যাখ্যা, নকশা, অঙ্কন, ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্ত অধিকার এবং'থেকে' হবে এরপরে

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার এবং বিশেষ কপিরাইট সহ এর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি সংরক্ষিত ছিল এবং কেবলমাত্র আপিলকারীর হাতে ন্যস্ত ছিল। পিআইও, তার তারিখের ৮.১.২০১৩ চিঠির মাধ্যমে, আবেদনকারীর কৌঁসুলির দায়ের করা আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য দিতে অস্বীকার করেছে। এই যোগাযোগে বলা হয়েছে যে তথ্যটি উক্ত আইনের ৮ (১) (ঘ), ৮ (১) (ছ), ৮ (১) (জ) এবং ৯ এবং ১১ (১) ধারা অনুসারে দেওয়া যাবে না, কারণ কোনও জনস্বার্থ ছিল না, এবং কপিরাইটের দাবির কারণেও।

৮। ৩ নং উত্তরদাতা উক্ত আইনের ১৯(১) ধারা অনুসারে ১২.০২.২০১৩ তারিখে একটি আপিল দায়ের করেন, যা প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০১.০৪.২০১৩ তারিখের আদেশবলে নিষ্পত্তি করা হয়। এই আদেশে প্রথম শিরোনামের অধীনে চাওয়া তথ্য প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে পিআইও দ্বারা উল্লিখিত একই কারণে ২ থেকে ৪ নং শিরোনামের অধীনে তথ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়। চাওয়া পঞ্চম তথ্যটি অত্যন্ত বিস্তারিত হওয়ায় তা প্রদান করা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করা হয়। এর ফলে ২৮.০৬.২০১৩ তারিখে উক্ত আইনের ১৯(৩) ধারা অনুসারে রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার (সংক্ষেপে 'এসসিআইসি')-এর কাছে একটি দ্বিতীয় আপিল করা হয়। ৩১.০১.২০১৫ তারিখের আদেশবলে ৩ নং উত্তরদাতা দ্বিতীয় আপিলে সফল হন। এই আদেশের কারণ হিসেবে বলা হয় যে সম্পত্তির উন্নয়নের সঙ্গে জনস্বার্থ জড়িত, কারণ সেখানে নির্মিত ফ্ল্যাটগুলি সাধারণ নাগরিকরা ক্রয় করবেন।

৯। এবার আপিলকারীর পালা ছিল হাইকোর্টে এই আদেশকে বিরোধ করার। রিট পিটিশন (এল) নং ১৮০৬/২০১৫ দায়ের করে এই আদেশকে বিরোধ করা হয়, যা ৩০.১০.২০১৫ তারিখের বিতর্কিত আদেশবলে খারিজ হয়ে যায়। এই আদেশের কারণ ছিল উক্ত আইনের মূল উদ্দেশ্য, যা ছিল স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রচারের জন্য নাগরিকদের সরকারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকা তথ্যে প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত করা। যে নথিগুলি চাওয়া হয়েছিল, যেমন - ভূমির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা, বিন্যাস, উপ-বিভাগ পরিকল্পনা ইত্যাদির অনুলিপি, যা কর্পোরেশনের কমিশনার (একটি সরকারি কর্তৃপক্ষ) দ্বারা মনোযোগ ও অনুমোদন পেয়েছিল এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেগুলি যে কেউ চাইলে সরবরাহ করতে হবে। এরপর ডিভিশন বেঞ্চ উক্ত আইনের ৮ ও ৯ ধারায় উল্লেখিত ব্যতিক্রমগুলি উল্লেখ করে চূড়ান্তভাবে রায় দেয় যে, চাওয়া তথ্য জন রেকর্ডের অংশ এবং

এটি আপিলকারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে এমন প্রকৃতির বা বাণিজ্যিক আস্থার বিষয়। এটি আপিলকারীর আপত্তির বিষয়টিও বিবেচনা করে যাতে ৩ নং উত্তরদাতার মামলা কার্যধারায় তথ্য চাওয়ার প্রচেষ্টাটি এই বলে ধরে নেওয়া হয় যে উক্ত আইনটি এমন একটি আইন যা পক্ষগুলির মধ্যে আন্তঃ অধিকারের স্বাধীন আইনি অধিকার প্রদান করে।

১০. এইভাবে, উপরোক্ত আদেশ আবেদনকারীর দায়ের করা বর্তমান আপিলের জন্ম দিয়েছে। আমরা শুনেছি আবেদনকারীর পক্ষে ঝুঁকে থাকা প্রবীণ আইনজীবী ডঃ এ. এম. সিংভি এবং উত্তরদাতা নং ৩-এর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী মিঃ গৌরব ব্যানার্জি, উভয়ই জোর করে তাদের অবস্থান তুলে ধরতে চাইছেন, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে আবেদনকারী এবং 'উত্তরদাতা নং ৩-এর মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধগুলি এই বিতর্কিত কার্যধারার জন্ম দিয়েছে, যেখানে তিনি প্রশ্নটি জারি করেছিলেন, আমাদের মতে, সত্যিই নির্দোষ ছিল। আমরা বিজ্ঞ পরামর্শদাতার দ্বারা উত্থাপিত জমা দেওয়া বিষয়গুলিকে বিবেচনা করেছি।

১১. আমরা শুরুতে লক্ষ্য করতে পারি যে, উত্তরদাতা নং ৩-এর প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গৌরব ব্যানার্জি এমনকি চাওয়া নথিগুলির শেষ 'এবং' গুলিও চাপ দেননি, যা আগে বরং বিস্তৃত-প্রকৃতির বলে মনে করা হয়েছিল, চাওয়া তথ্যের প্রথম সেটটি ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, ২ থেকে ৪ * তথ্যের সেট সম্পর্কিত বিতর্ক, যা সংশোধনী, বিন্যাস, সংশোধনী সহ মহকুমা পরিকল্পনা এবং অন্যান্য সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা সহ পরিকল্পনা নিয়ে গঠিত, সংশোধনী সহ, শুনানির শুরুতে, আমরা আবেদনকারীর পক্ষে প্রবীণ পরামর্শদাতার কাছে রেখেছিলাম যে তারা এই নথিগুলির প্রকাশের বিষয়ে কী গুরুতর আপত্তি জানাতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে সর্বজনীন নথি ছিল, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল, এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াটির অংশ গঠন করা হয়েছিল, স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় যে উপরের যে কোনও বিষয়ের উপর ব্যক্তিগত বিবেচনা/প্রকাশের পরিবর্তে এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া উচিত।"

১২. আপিলকারীর বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর প্রথম আপত্তিটি ছিল ৩ নং উত্তরদাতার মামলায় তথ্য চাওয়ার প্রচেষ্টা নিয়ে, যা সফল হয়নি। বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই বিষয়ে কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি এবং তাই, ইস্যু এস্টোপেল, গঠনমূলক রেস জুডিকাটা বা প্রতিকার নির্বাচনের মতো যেকোনো নীতি প্রয়োগ করে ৩ নং উত্তরদাতাকে বিষয়টি দ্বিতীয়বার উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যায় না। বিজ্ঞ আইনজীবী ৩ নং উত্তরদাতার দ্বারা সাধারণভাবে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ পাওয়ার প্রচেষ্টার ফলাফলের কথা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমাদের মতে, তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হবে। এই প্রসঙ্গে, ২৯.০৩.২০১২ তারিখে ৩ নং উত্তরদাতার আইনজীবীর চিঠি থেকে উদ্ভূত চাওয়া তথ্য পরীক্ষা করতে হবে। আমরা সেই

চিঠিটি দেখেছি। সারসংক্ষেপে যা চাওয়া হয়েছে তা হলো আপিলকারী এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন, সম্মতি, দখলদারিত্বের শংসাপত্র, কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া আবেদন, রাজস্ব রেকর্ড, স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত নথি, সম্ভাব্য ফ্ল্যাট ক্রেতাদের সাথে চুক্তি ইত্যাদি। যদি আমরা এই চাওয়া তথ্যকে উক্ত আইনের অধীনে চাওয়া তথ্যের সাথে তুলনা করি, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই যে উক্ত আইনের অধীনে চাওয়া তথ্য ভিন্ন এবং সুনির্দিষ্ট, অর্থাৎ অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং তাদের পরিবর্তনগুলি নিয়ে কাজ করে, যা সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের রেকর্ডের অংশ। শুধু তাই নয়, এমনকি যদি আমরা চিঠির মাধ্যমে চাওয়া ত্রাণের দিকটি দেখি; সেটি আসলে তিনটি বিচারিক ফোরামের কোনোটির সামনেই বিচার্য বিষয় ছিল না; আদালতের মনোযোগ অন্য দিকে ছিল, এবং তা মহারাষ্ট্র সংশোধনীতে ৯ক ধারা সন্নিবেশের মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান থেকে উদ্ভূত প্রাথমিক নির্ধারণ সম্পর্কিত ছিল। এটি উক্ত আইনের পরিধি এবং কার্যকারিতার দিক থেকে আলাদা, যা আমরা একটু পরে আলোচনা করব, কোনো ব্যক্তি, এমনকি তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রেও। সুতরাং, আমরা এই আপত্তি প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করি না যে তথ্য প্রকাশের আবেদনটি পূর্ববর্তী দেওয়ানি কার্যধারায়, পক্ষগুলির মধ্যে উত্থাপিত হয়েছিল এবং তা অস্বীকার করা হয়েছিল।

১৩. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ কৌঁসুলি দ্বারা উত্থাপিত এই তথ্য প্রকাশ্যে প্রকাশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাটি হল যে, উত্তরদাতা নং ৩ কোনও 'বৃহত্তর জনস্বার্থ' প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা উক্ত আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক, এবং তৃতীয় উত্তরদাতার এই জাতীয় তথ্য চাওয়ার কোনও অধিকার নেই, বিশেষত যখন তথ্যটি উক্ত আইনের ৮ (১) (ঘ) এবং ৮ (১) (ঞ) ধারার অধীনে পড়ে। আবেদনের সমর্থনে, এই আদালতের রায়ের জন্য একটি রেফারেন্স করা হয়েছে থালাপ্পালম সার্ভিস কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম কেরালা ও অন্যান্যরা[৩]। মতামত দেওয়া যে যদি তথ্যটি উল্লিখিত আইনের ৮ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রকরণ (ঞ) এর অধীনে আসে তবে, জনস্বার্থের অভাবে, এই জাতীয় তথ্যের একটি বৃহত্তর পর্যায়ে উল্লেখ করা যাবে না, এমনকি এই আইনের ৮ ধারার উপ-ধারা/পি-তে প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হবে।

৩ (২০১৩) ১৬ এস. সি. সি ৮২

১৪। এই জমা দেওয়ার প্রশংসা করার জন্য, একজনকে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতির দিকে ফিরে যেতে হবে, যা বিতর্কিত ক্রমেও আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আইনটি তথ্যের বৃহত্তর এবং আরও কার্যকর প্রবেশাধিকারের সুবিধার্থে সরকারী কর্তৃপক্ষকে জনসাধারণের কাছে আরও দায়বদ্ধ করার প্রচেষ্টার একটি মাইলফলক ছিল। প্রস্তাবনায়, এইভাবে বলা হয়েছে যে "প্রতিটি সরকারী কর্তৃপক্ষের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য, সরকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে তথ্যের অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করার জন্য নাগরিকদের জন্য তথ্যের অধিকারের ব্যবহারিক ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। উক্ত আইনের ধারা ২ (চ) 'তথ্য' সংজ্ঞায়িত করে এবং নিম্নরূপ পড়েঃ

"২. সংজ্ঞা.-এই আইনে, যদি না প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয়,-

XXX XXXX, XXX XXXX,

(চ)"তথ্য" অর্থ রেকর্ড, নথি, মেমো, ইমেল, মতামত, পরামর্শ, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, লগবুক, চুক্তি, প্রতিবেদন, কাগজপত্র, নমুনা, মডেল, যে কোনও বৈদ্যুতিন আকারে রাখা তথ্য উপাদান এবং যে কোনও বেসরকারী সংস্থা সম্পর্কিত তথ্য যা কোনও সরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা অন্য কোনও আইনের অধীনে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে; "

তথ্যের অধিকার' কে সহায়তা আইনের ২ (ঞ) ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

"২. সংজ্ঞা.-এই আইনে, যদি না প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয়,-

XXX XXXX, XXXX, XXXX,

(ঞ) "তথ্যের অধিকার" অর্থ এই আইনের অধীনে অ্যাক্সেসযোগ্য তথ্যের অধিকার যা কোনও সরকারী কর্তৃপক্ষের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে-

(i) কাজ, নথি, রেকর্ড পরিদর্শন;

(ii) নথি বা রেকর্ডের নোট, উদ্ধৃতাংশ বা প্রত্যয়িত অনুলিপি গ্রহণ করা;

(iii) উপাদানের প্রত্যয়িত নমুনা নেওয়া,

(iv) ডিসকেট, ফ্লপি, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে বা প্রিন্টআউটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যেখানে এই জাতীয় তথ্য কম্পিউটারে বা অন্য কোনও ডিভাইসে সংরক্ষণ করা হয়;

আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, উক্ত আইনের ধারা ২ (জ)-এর সংজ্ঞার মধ্যে কর্পোরেশন একটি সরকারি কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই।

আমরা উক্ত আইনের ধারা ২ (ঢ)-এ 'তৃতীয় পক্ষের' সংজ্ঞাটিও লক্ষ্য করতে পারি, যা নিম্নরূপ প্রদান করেঃ

"২. সংজ্ঞা-এই আইনে, যদি না প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয়,-

XXXX, XXXX, XXXX,

(ঢ) "তৃতীয় পক্ষ" অর্থ নাগরিক ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি তথ্যের জন্য অনুরোধ করছেন এবং এতে একটি সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৫। উক্ত আইনের উদ্দেশ্যটি উক্ত আইনের ৬ নং ধারা থেকে স্পষ্ট, যা তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করার পদ্ধতি প্রদান করে। উক্ত আইনের ৬ নং ধারার (২) উপধারার পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও আবেদনকারীর কাছে তথ্য অনুরোধ করার কোনও কারণ দেওয়ার কোনও আদেশ নেই, অর্থাৎ, যে কেউ তথ্য পেতে সক্ষম হওয়া উচিত যতক্ষণ না এটি কোনও সরকারী কর্তৃপক্ষের পাবলিক রেকর্ডের অংশ। সুতরাং, এমনকি সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া ব্যক্তিগত নথিগুলিও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পাবলিক রেকর্ডের অংশ হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, আমরা কার্যকরভাবে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ধারা ৭৪-এর উল্লেখ করতে পারি, যা "পাবলিক ডকুমেন্টস"-কে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করেঃ

"৭৪, সর্বজনীন নথি-নিম্নলিখিত নথিগুলি সর্বজনীন নথিঃ-

(১) আইন, বা আইনের রেকর্ড গঠনকারী নথি-(i) সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের, (ii) সরকারী সংস্থা এবং ট্রাইবুনেলের, এবং

(iii) সরকারী কর্মকর্তা, আইন প্রণয়নকারী, বিচার বিভাগীয় এবং নির্বাহী, [ভারতের বা কমনওয়েলথের যে কোনও অংশের], বা কোনও বিদেশী দেশের;

(২) ব্যক্তিগত নথির [যে কোনও রাজ্যে] রাখা পাবলিক রেকর্ড।"

১৬। সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে যে কোনও ধরনের তথ্য প্রকাশ থেকে একমাত্র ছাড় হল উক্ত আইনের ৮ ও ৯ ধারা অনুসারে। সুতরাং, যদি না চাওয়া তথ্য এই বিধানগুলির অধীনে না আসে, তবে সরকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষে আবেদনকারীর কাছে তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হবে।

১৭। আবেদনকারীর প্রচেষ্টা হল উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা চাওয়া তথ্যকে উপ-ধারা (১) এর ধারা ৮, আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকরণ (ঘ) এবং (ঞ), এবং উক্ত আইনের ধারা ৯-এর ছাড়ের আওতায় আনা। বিধানগুলি নিম্নরূপঃ

"৮. তথ্য প্রকাশ থেকে ছাড়-

(১) এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনও নাগরিককে দেওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

XXX XXX XXX XXX

(ঘ) বাণিজ্যিক আস্থা, বাণিজ্য গোপনীয়তা বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সহ তথ্য, যার প্রকাশ তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, যদি না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই জাতীয় তথ্য প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়;

XXX XXXX XXXX

(ঞ) এমন তথ্য যা ব্যক্তিগত তথ্যের সাথে সম্পর্কিত যার প্রকাশের কোনও প্রকাশ্য কার্যকলাপ বা স্বার্থের সাথে সম্পর্ক নেই, বা যা ব্যক্তির গোপনীয়তায় অযৌক্তিক আক্রমণের কারণ হতে পারে যদি না কেন্দ্রীয় জন তথ্য কর্মকর্তা বা রাজ্য জন তথ্য কর্মকর্তা বা আপিল কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, সন্তুষ্ট হয় যে বৃহত্তর জনস্বার্থ এই ধরনের তথ্য প্রকাশের ন্যায্যতা দেয়ঃ তবে শর্ত থাকে যে যে তথ্য, যা সংসদ বা রাজ্য আইনসভায় অস্বীকার করা যাবে না, তা কোনও ব্যক্তিকে অস্বীকার করা হবে না।

"৯, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যানের কারণ-ধারা ৮-এর বিধানগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে, একজন কেন্দ্রীয় জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক, ক্ষেত্রমত, তথ্যের জন্য একটি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন যেখানে প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য এই ধরনের অনুরোধ রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান কপিরাইট লঙ্ঘনের সাথে জড়িত থাকবে।"

১৮. বৃহত্তর জনস্বার্থের পরীক্ষার বিষয়টি উত্থাপিত হবে, যদি এটি সেই ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে পড়ে।

১৯। এখন উপরে বর্ণিত তথ্যের দিকে ফিরে তাকালে, সেগুলি আসলেই প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাগুলি সম্পত্তির উপর নির্মাণের প্রস্তাবকারী ব্যক্তির দ্বারা কর্পোরেশনের কমিশনারের কাছে জমা দিতে হবে। আপিলকারী এই পরিকল্পনাগুলি কর্পোরেশনের কাছে জমা দিয়েছেন, উন্নয়ন চুক্তি এবং উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা সম্পাদিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অনুসারে। এই পরিকল্পনাগুলি কীভাবে প্রক্রিয়া করা হয় সে সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ৭-এ রাজ্য তথ্য কমিশনারের তারিখ ৩১.১.২০১৫-এর ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

"(৭) তদন্তের পর, বৃহত্তর মুম্বাই পৌর কর্পোরেশনের বিল্ডিং প্রস্তাব বিভাগের জন তথ্য আধিকারিক স্পষ্ট করেছেন যে, মানচিত্রের অনুলিপি এবং ডেভেলপারের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইনের অধীনে প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে। ডেভেলপারের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি কর মূল্যায়ন বিভাগ, জল প্রকৌশলী বিভাগ, সেইসাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ওয়ার্ড অফিসে পাঠানো হচ্ছে। এছাড়াও, বৃষ্টি জল নিষ্কাশন বিভাগ, সড়ক বিভাগ এবং ফায়ার ব্রিগেডকেও পাঠানো হচ্ছে, যার জন্য কোনও আপত্তি বা নির্দিষ্ট অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এছাড়াও, পোষ্য স্থানীয় পরিস্থিতি হিসাবে রেল বিভাগ, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য কমিটিগুলিতেও উল্লেখ করা হয়। প্রাপ্ত বিল্ডিং প্রস্তাবগুলিতে, প্লটের বিশদ বিবরণ, এফ. এস. আই স্পেস, ড্রয়িং এবং প্ল্যানের খোলা বিভাগ সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এইভাবে, পূর্বোক্তটি দেখায় যে পরিকল্পনাগুলি অনুমোদনের পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে যথেষ্ট প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজন।

২০। মহারাষ্ট্র মালিকানা ফ্ল্যাট (নির্মাণ, বিক্রয়, ব্যবস্থাপনা এবং হস্তান্তরের প্রচারের নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৬৩ (এরপরে 'মহারাষ্ট্র আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ধারা ৩-এ প্রবর্তকদের সাধারণ দায়বদ্ধতার বিধান রয়েছে। ধারা ৩-এর উপ-ধারা (২)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, একজন প্রবর্তক, যিনি ফ্ল্যাটগুলির একটি ব্লক বা ভবন নির্মাণ করেন বা নির্মাণ করতে চান, তাকে অনেক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে হবে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ধারা (১), যা নিম্নরূপঃ

"(১) প্রকরণ (ক), (খ) এবং (গ)-তে উল্লেখিত সমস্ত নথি, পরিকল্পনা বা স্পেসিফিকেশন (অথবা সেগুলির অনুলিপি) নির্মাণস্থলে প্রদর্শন বা সংরক্ষণ করতে হবে এবং এক বা একাধিক ফ্ল্যাট কিনতে

ইচ্ছুক বা ক্রয়কারী ব্যক্তিদের পরিদর্শনের অনুমতি দিতে হবে; "

২১. উপরোক্ত বিষয়টির উদ্দেশ্য ছিল যে, ক্রেতা অনুমোদনের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ তথ্য পেতে সক্ষম হবেন। এটা খুব কমই বলা যেতে পারে যে, একজন ক্রেতা তথ্য পেতে পারলেও, যে ব্যক্তি মালিক হিসাবে জমি পরিচালনা করেন এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে জমি উন্নয়নের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করেন, তাঁর সেই অধিকার থাকবে না।

২২। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, এই আইনটি অবশ্য রিয়েল এস্টেট (রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৬ (এরপরে 'রেরা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ধারা ৯২ দ্বারা বিশেষভাবে বাতিল করা হয়েছিল, যা এখন রেরার ধারা ১১-এর অধীনে ক্রোমোটারদের কাজ ও দায়িত্ব প্রদান করে। দায়িত্বগুলি আরও বিস্তৃত, কারণ রেরার ধারা ১১ (১)-এর অধীনে প্রবর্তককে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে তার ওয়েব পেজ তৈরি করতে হবে এবং ধারা ৪-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে প্রদত্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমস্ত বিবরণ প্রবেশ করতে হবে, জনসাধারণের দেখার জন্য প্রদত্ত সমস্ত ক্ষেত্রে। প্রবর্তককে, যুগের ধারা ১১-এর উপ-ধারা (৩)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, বরাদ্দপ্রাপ্তদের কাছে বরাদ্দকৃত পরিকল্পনা, বিন্যাস, নির্দিষ্টকরণ সহ তথ্য উপলব্ধ করতে হবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সাইটে প্রদর্শন করতে হবে।

২৩. জমি উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের ভাগ্য জনসাধারণের জ্ঞান এবং বিতর্কের বিষয়। এই বিষয়ে যে কোনও বিচার বিভাগীয় রায়কে অবশ্যই সম্পূর্ণ প্রকাশের পক্ষে বিবেচনা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ডঃ ভি. মাথান এবং অন্যান্যরা বনাম কর্পোরেশন অফ চেন্নাই এবং অন্যান্যরা[৪]-এ (যার পক্ষে আমাদের মধ্যে একজন সঞ্জয় কিষাণ কৌল, বিচারপতি ছিলেন একজন পক্ষ) মতামত দিয়েছিলেন যে যদিও চেন্নাই মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি পরিকল্পনাগুলি সাইটে প্রদর্শন করা এবং ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করার জন্য বাধ্যতামূলক করেছে, তবে অন্যান্য সমস্ত অনুমোদিত পরিকল্পনার জন্য কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং এইভাবে, কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে এবং সাইটে পরিকল্পনাগুলি স্পষ্ট দৃশ্যমানতার সাথে প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এটি আরইআরএ কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে ছিল।

২৪. উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, এমনকি জনস্বার্থের পরীক্ষায়ও, এটা খুব কমই বলা যেতে পারে যে উন্নয়ন পরিকল্পনার তথ্য সকলের কাছে এবং প্রত্যেকের কাছে সম্পূর্ণ প্রকাশের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না। আদেশের তারিখ ২২.৩.২০১৬ ২০১৬ সালের ডব্লিউ পি নং ৪০৫৭

যদি আমরা উক্ত আইনের ৮ ধারার বিধানগুলির দিকে ফিরে যাই এবং যে ধারাগুলির অধীনে ব্যতিক্রম চাওয়া হয়, সেগুলি বাণিজ্যিক আস্থা, বাণিজ্য গোপনীয়তা বা বৌদ্ধিক সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্যের সাথে সম্পর্কিত, যা তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের ক্ষতি করার সম্ভাবনা রাখে। প্রথমত, উল্লিখিত আইনের ২ (ঢ) ধারার অধীনে তৃতীয় পক্ষের সংজ্ঞা মানে কোনও নাগরিক ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি কোনও সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা। উক্ত আইনের ১১ ধারার অধীনে, তৃতীয় পক্ষের কথা শোনার এবং তথ্য প্রকাশের বিষয়ে আপত্তি করার অধিকার রয়েছে। পরিকল্পনার প্রকাশ, যা বাতিল আইন বা আরইআরএ-র অধীনে পাবলিক ডোমেইনে থাকা প্রয়োজন, তা বাণিজ্যিক আস্থা বা বাণিজ্য গোপনীয়তার বিষয় বলে বলা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে, এই শর্তাবলী কোনও ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য হবে না, এবং একইভাবে, ১৯৫৭ সালের ধারা ২২-এর অধীনে, কপিরাইট/প্রকাশের পরিকল্পনার কোনও অনুলিপি নির্দিষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হবে না (বাতিল আইন বা আরইআরএ-র অধীনে, যা বাতিল আইন বা আরইআরএ-র অধীনে পাবলিক ডোমেনে থাকা প্রয়োজন হয়, তা বাণিজ্যিক আস্থা বা বাণিজ্য গোপনীয়তার বিষয় হিসাবে বলা যেতে পারে।

"২২. এই আইনের অগ্রবর্তী প্রভাব থাকবে-১৯২৩ সালের সরকারি গোপনীয়তা আইন (১৯২৩ সালের ১৯ নং আইন) এবং এই আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইনের কারণে বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইন বা কোনও নথিতে অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এই আইনের বিধানগুলি কার্যকর থাকবে।

২৫. উপরোক্ত বিধানটি বোঝায় না যে কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর অধীনে অনুমোদিত কোনও প্রকাশ উক্ত আইনের বিধানগুলির অধীনে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বরং, যদি কোনও প্রকাশ অন্য কোনও আইনের অধীনে নির্ধারিত হয়, তবে উক্ত আইনের বিধানগুলির একটি ওভাররাইডিং, প্রভাব থাকবে।

২৬। একইভাবে, উক্ত আইনের ৮ ধারার উপ-ধারা (১)-এর প্রকরণ (ঞ)-এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। এমন কোনও 'ব্যক্তিগত তথ্য' নেই যার প্রকাশ চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও এটি বলা যাবে না যে

এর সাথে জনসাধারণের কার্যকলাপ বা স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই, বা এটি অযৌক্তিক, বা গোপনীয়তার আক্রমণ রয়েছে। এগুলি সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ের করা নথি, যা মহারাষ্ট্র আইন এবং আরইআরএর বিধান দ্বারা পাবলিক ডোমেনে রাখা প্রয়োজন, এবং বিল্ডারদের সকলের কাছে দায়বদ্ধ করার একটি সর্বজনীন উপাদান জড়িত। সেই উত্তরদাতা নং ৩, প্রকৃতপক্ষে, প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তির প্রশাসক হতে পারে, যা অবশ্যই ফ্ল্যাট ক্রেতা সহ অন্য কারও বিপরীতে তার অধিকারকে হ্রাস করবে না।

২৭। অতএব, আমরা উক্ত আইনের ধারা ৯-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ৮-এর উপ-ধারা (১)-এর ধারাগুলির উপর ভিত্তি করে জমা দেওয়া আবেদন প্রত্যাখ্যান করি।

২৮. আমরা "প্রতিশোধ"-এর আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ পরামর্শদাতার জমা দেওয়ার প্রশংসা করতেও ব্যর্থ হয়েছি। একজন নির্মাতার দ্বারা অনুমোদিত পরিকল্পনাগুলি প্রকাশ করার জন্য প্রতিহিংসার সাথে কী জড়িত? অন্তত বলতে গেলে, এটি সত্যই বিষয়গুলিকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছে, কেবল প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি বাধা তৈরি করার জন্য। সুতরাং, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম গুজরাট রাজ্য তথ্য কমিশন ও অন্যান্যরা[৫] মামলার রায়ের উল্লেখ, কোনও লাভ হবে না।

২৯. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ কৌঁসুলি জমা দেওয়ার আরেকটি অঙ্গ ছিল যে, উক্ত আইনের ১০ ও ১১ ধারার বিধানগুলি অযৌক্তিক বলে মনে করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা, অঙ্কন ইত্যাদির অন্তর্নিহিত নথিগুলি প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল না এবং কেবল কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমতি ও অনুমোদনের অনুমোদন, অর্থাৎ, প্রারম্ভিক শংসাপত্র এবং পেশা শংসাপত্রটি সর্বোত্তমভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে।

৩০. উক্ত আইনের ধারা ১০ পৃথকীকরণকে বোঝায়, অর্থাৎ, তথ্য, যা প্রকাশ করা উচিত এবং প্রকাশ করা উচিত নয়, তা বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। এর ফলে একটি পূর্বশর্ত প্রয়োজন হবে যে চাওয়া তথ্যটিতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা উক্ত আইনের ধারা ৮ এর অধীনে সুরক্ষিত করা হয়েছে। এই ধারণার পরে যে উক্ত আইনের ধারা ৮ এর কোনও প্রয়োগ নেই, এই আবেদনটি কেবল প্রত্যাখ্যাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩১। তৃতীয় পক্ষের তথ্য এবং তথ্য প্রকাশের বিষয়ে জমা দেওয়ার অধিকার সম্পর্কিত, উক্ত আইনের ১১ ধারার ক্ষেত্রে, আবেদনকারী এবং এমনকি স্থপতিকেও আপত্তি তোলার অনুমতি দিয়ে সেই বিধানটি মেনে চলা হয়েছে এবং পি. আই. ও এবং এমনকি রাজ্য তথ্য কমিশন দ্বারা আপিলের ক্ষেত্রেও এটি মোকাবিলা করা হয়েছে।

৫ এসআইআর ২০০৭ গুজরাট ২০৩.

৩২. সবশেষে, পরিস্থিতির বিড়ম্বনা। আপীলকারীর দ্বারা উন্নয়ন চুক্তি এবং অ্যাটোমির ক্ষমতার উপর নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছে, এই যুক্তি দেওয়ার জন্য যে প্রয়োজনীয় অনুমতি, অনুমোদন এবং অনুমোদন প্রাপ্ত করা অ্যাটোমি ধারকের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব, এবং সেই উত্তরদাতা নং ৩ এর সাথে লেনদেন করার অধিকারী নয়, বা কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ নয়, তবে নির্মিত প্রাঙ্গনের বিক্রয় আয় থেকে আর্থিক শেয়ারের মাত্র ১২ শতাংশের অধিকারী। সুতরাং, উক্ত আইনের অধীনে কোনও তথ্য প্রকাশ করা উচিত নয়।

৩৩. যদি আমরা এটিকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে রাখি, তবে এর অর্থ হল যে সম্পত্তির মালিক, যিনি সম্পত্তিটি বিকাশ এবং নিষেধাজ্ঞা অর্জনের চুক্তির অধীনে কোনও বিকাশকারীকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন, তিনি নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে কোনও তথ্য পেতে বাধা পেয়েছেন, কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাঙ্গনে যা নির্মাণ করা হয়েছে তার বিক্রয়ের আয়ের আর্থিক অংশের মাত্র একটি শতাংশের অধিকারী হবেন। এই ধরনের প্রস্তাবটি কেবল প্রত্যাখ্যাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এক অর্থে বিকাশকারী এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ধারককে একটি স্তম্ভে স্থাপন করতে চায়। এটি অবশ্যই, পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন যে কোনও ব্যক্তিগত মামলা।

৩৪। পরিশেষে, আমরা বলতে চাই যে, আরইআরএ-র বিধান এবং তাদের উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে, বিকাশকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে সাইটে অনুমোদনের পরিকল্পনাটি প্রদর্শন করতে হবে। আরইআরএ-র ১১ ধারার উপ-ধারা (৩)-এর বিধানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্টকরণ সহ অনুমোদনের পরিকল্পনা/বিন্যাস পরিকল্পনাগুলি সাইটে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট করা অন্যান্য জায়গায় প্রদর্শিত করা প্রয়োজন। আমাদের দৃষ্টিতে, ব্যাপক লঙঘনের স্থল বাস্তবতা এবং তার পরিণতির কথা মাথায় রেখে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত অন্য যে কোনও পদ্ধতি ছাড়াও সাইটে এই জাতীয় অনুমোদন পরিকল্পনা/বিন্যাস পরিকল্পনা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ জারি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আরইআরএ-র প্রয়োগের অংশ হিসাবে এই দিকটি যথাযথ প্রচার করা উচিত।

৩৫. পূর্বোক্ত ফলাফলটি হল যে আমরা আপিলে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না এবং এটিকে একটি আইনি দুঃসাহস হিসাবে বিবেচনা করি। যদিও প্রাপ্ত তথ্যের ক্ষেত্রে বিরোধটি একটি ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক বিরোধ থেকে তার রঙ ধারণ করে। আমরা এটি লক্ষ্য করি কারণ, যদি বিচারিক সময় নেওয়া হয় এবং এই ধরনের দুঃসাহসের কারণে এক পক্ষের দ্বারা আইনী ব্যয় করা হয়, তবে যথাযথ ব্যয় প্রতিকার হওয়া উচিত।

৩৬. আমরা, এইভাবে, ২.৫০ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ ও পঞ্চাশ হাজার টাকা) হিসাবে পরিমাপকৃত খরচ সহ আপিলগুলি খারিজ করি, যা আবেদনকারী দ্বারা উত্তরদাতা নং ৩-কে প্রদেয় (যদিও প্রকৃত খরচ খুব কমই)।

অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল খারিজ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal